আজও সম্পূর্ণ বিস্তৃত হয় নি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ঋক-বৈদিক আর্যদের রাজনৈতিক জীবন (Political Life of the Rig-Vedic Aryans) ঃ

পণ্ডিতরা বৈদিক যুগকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন—*ঋক-বৈদিক যুগ* (Rig-Vedic Age) এবং *পরবর্তী-বৈদিক যুগ* (Later Vedic Age)। ঋগ্বেদের অভ্যন্তরে আর্য সভ্যতার যে যুগের কথা বলা হয়েছে তাকে 'ঋক-বৈদিক যুগ' এবং পরবর্তী বেদসমূহ ও বৈদিক সাহিত্যে যে যুগের কথা বলা হয়েছে, তাকে 'পরবর্তী-বৈদিক যুগ' বলা হয়। মোটামুটিভাবে ঋক-বৈদিক যুগের কালসীমা হল খ্রিঃ পূঃ ১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

ঋক-বৈদিক ও পরবর্তী-বৈদিক যুগ

ঋক-বৈদিক যুগের প্রধান উপাদান হল ঋক বেদ। এর অভ্যন্তরে এই যুগের চিত্র বিধৃত হয়ে আছে। এছাড়া, সাম্প্রতিককালে হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র, অত্রঞ্জিখেরা প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলিও আমাদের নানা তথ্য সরবরাহ করে, যদিও এগুলি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়।

উপাদান

ঋক-বৈদিক যুগে *'পরিবার'* (family) ছিল সমাজের সর্বনিম্ন স্তর এবং এই *'পরিবার'*-ই ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হত *'ক্ল্যান'* (clan) বা *গোষ্ঠী*। কয়েকটি *'ক্ল্যান'* নিয়ে গঠিত হত *'ট্রাইব'* (tribe) বা *উপজাতি*। ঋক-বৈদিক যুগে এই *'ট্রাইব'* বা *উপজাতি*-ই ছিল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তর বা রাষ্ট্র। অন্যভাবে বলা যায় যে, এই যুগে আর্যদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল উপজাতি-কেন্দ্রিক। পরবর্তী-বৈদিক যুগের মতো এই যুগে বৃহৎ ভৌগোলিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি। এই যুগের উপজাতি ও উপজাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল *সৃঞ্জয়, অনু, পুরু, ভরত, যদু, দ্রুহ্য* ও *তুর্বস* প্রভৃতি। এই যুগে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যেমন সংঘর্ষ চলত, তেমনি ভূমি ও গো-সম্পদের দখল নিয়েও বিভিন্ন আর্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অবিরাম

রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি

সংঘর্ষ চলত। এক কথায়, সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এই অবস্থার অবসান ঘটানো এবং যুদ্ধজয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবেই ঋক-বৈদিক সমাজে রাজতন্ত্রের উৎপত্তি ঘটে। ***ডঃ রোমিলা থাপার*** (Romila Thapar) বলেন যে, ঋক-বৈদিক রাজা ছিলেন মূলত সামরিক নেতা, এবং তাঁর রাজপদে থাকার প্রধান শর্তই ছিল যুদ্ধজয় ও নিজ গোষ্ঠীকে রক্ষা করা।[১] ঋগ্বেদে রাজতন্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে দেবতা ও অসুরদের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধজয়ের জন্য দেবতাদের রাজা নির্বাচনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। *'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'* নামক গ্রন্থেও অনুরূপ কাহিনি বিবৃত হয়েছে। **উইল ডুরান্ট** বলেন যে, "It was war that makes the chief, the king and the state among the Aryans."।

রাজতন্ত্রের উৎপত্তি

ঋগ্বেদে কিছু শাসনতান্ত্রিক বিভাগের উল্লেখ আছে যথা—*গ্রাম, বিশ, জন*। পরিবার ছিল এই যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি এবং সর্বনিম্ন রাজনৈতিক স্তর। পরিবারকে বলা হত *'কুল'* এবং এই 'কুলের' প্রধান বা পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষটিকে বলা হত *'কুলপ'*। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হত *'গ্রাম'* এবং গ্রামের প্রধানকে বলা হত *'গ্রামণী'*। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত *'বিশ'* এবং তার প্রধানকে বলা হত *'বিশপতি'*। *'জন'*-এর প্রধানকে বলা হত *'গোপ'*। 'জন' ও 'বিশ'-এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা দুরূহ—তবে মনে হয় যে, 'জন' হল 'বিশ'-এর চেয়ে বড়ো শাসনতান্ত্রিক স্তর এবং তা একটি রাষ্ট্রের সমকক্ষ।

বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক স্তর

এই যুগে সাধারণত রাষ্ট্রের আয়তন ছিল ক্ষুদ্র। অনেক সময় একটি গ্রাম নিয়েও একটি রাষ্ট্র গঠিত হত। এই যুগের শেষদিকে বৃহৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হতে থাকে এবং রাজারা *'সম্রাট'*, *'একরাট'*, *'অধিরাট'*, *'বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা'* বা *'বিশ্বভুবনের রাজা'* প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতে থাকেন।

রাষ্ট্রের আয়তন

(১) *রাজতন্ত্রই* ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা এবং রাজাকে বলা হত 'রাজন'। রাজতন্ত্র সাধারণত বংশানুক্রমিক ছিল, তবে প্রয়োজনে জনসাধারণ বা 'বিশ' রাজা মনোনয়ন করতে পারত। ***গেল্ডনার*** (Geldner) মনে করেন যে, সে যুগে জনসাধারণ রাজা নির্বাচিত করত না, তবে নতুন রাজাকে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে হত। রাজতন্ত্রের পাশাপাশি কিছু অরাজতন্ত্রী রাজ্যও ছিল। (২) ঋগ্বেদে *'গণ'* বা *প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের* উল্লেখ আছে। এর শাসকদের *'গণপতি'* বা *'জ্যেষ্ঠ'* বলা হত। (৩) আবার কোনও কোনও গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় নেতা যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং তাঁরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। এগুলিকে *'অভিজাততন্ত্র'* বা *'মুষ্টিমেয়তন্ত্র'* বলা হত।

বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা

সমাজ ও রাষ্ট্রে রাজা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি উজ্জ্বল পোশাক পরতেন, বড়ো বাড়িতে থাকতেন এবং

---

১. ".....the Vedic king was primarily a military leader, whose skill in war and the defence of the tribe were essential to his remaining king."—*A History of India*, Vol I, Thapar, Penguin Books, 1976, P. 36.

'অভিষেকের' মাধ্যমে সিংহাসনে বসতেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ শত্রুদের হাত থেকে প্রজাবর্গের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা। এছাড়া তাঁকে শাসনকার্য পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনা, ধর্মরক্ষা, কর আদায় প্রভৃতি কাজ করতে হত। তাঁকে যুদ্ধে যেতে হত এবং যুদ্ধজয়ই ছিল সিংহাসনের উপর তাঁর অধিকারের শর্ত। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ঋক-বৈদিক যুগের রাজার সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, সুমের বা ব্যাবিলোনিয়ার রাজার কিছু মৌল পার্থক্য ছিল। মেসোপটেমিয়ার রাজা ছিলেন দেশের প্রধান প্রশাসক ও প্রধান পুরোহিত। অপরদিকে ঋক-বৈদিক যুগের রাজার দায়িত্ব ছিল সামরিক ও প্রশাসনিক। যাগযজ্ঞ ও ধর্মীয় কাজে তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক মাত্র। এ কাজের প্রধান ছিলেন পুরোহিত।

রাজার ক্ষমতা ও দায়িত্ব

রাজা সর্বশক্তিমান হলেও কখনোই স্বৈরাচারী ছিলেন না। তাঁকে সর্ববিষয়ে (১) *'সভা'* ও (২) *'সমিতি'* নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের মত নিয়ে চলতে হত। এদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তৃত এবং স্পষ্ট বিবরণ না মিললেও মনে হয় যে, 'সভা' ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের প্রতিষ্ঠান। এখানে মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। 'সমিতি'-র অধিবেশনে গোষ্ঠীর সকল স্বাধীন মানুষই যোগ দিতেন। *ডঃ রোমিলা থাপার* বলেন যে, এমন বহু উপজাতি গোষ্ঠী ছিল, যাদের কোনও রাজা ছিল না। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত সংস্থা দুটি শাসনকার্য পরিচালনা করত। সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকা রাজার অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। রাজা সর্বদা তাঁর বাগ্মিতা দ্বারা সমিতির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। ঋক বেদের শেষ স্তোত্রে বলা হয়েছে যে, জনসাধারণ যেন ঐক্যবদ্ধভাবে সমিতির অধিবেশনে যান (সংগচ্ছদ্ধম্), এক সুরে কথা বলেন (সংবদধ্বম্) এবং সহমন, সহচিত্ত ও সমানমন্ত্র হতে পারেন। প্রথমদিকে সমিতি রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত। *ডঃ এ. এস. অল্‌টেকর* (A. S. Altekar) বলেন যে, প্রথমদিকে সমিতির ক্ষমতা ছিল সীমাহীন এবং তার সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজাকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হত। সমিতির বিরোধিতা রাজার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলত।[১] (৩) রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণে *পুরোহিতের* ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যাগযজ্ঞ ও ধর্মীয় কার্যে পুরোহিত ছিলেন সর্বেসর্বা। নানা কূটনৈতিক বিষয়ে পরামর্শদান ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি রাজার সঙ্গী হতেন এবং যুদ্ধজয়ের জন্য প্রার্থনা করতেন। এইসব কারণে পুরোহিতদের উপেক্ষা করা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। **বশিষ্ঠ** ও **বিশ্বামিত্র** ছিলেন এই যুগের প্রভাবশালী পুরোহিত।

সভা ও সমিতি

পুরোহিত

রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন *পুরোহিত, সেনানী, ব্রজপতি, গ্রামণী, গুপ্তচর* ('স্পশ'), *দূত* প্রভৃতি কর্মচারীরা। সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় কার্যে *পুরোহিতের* ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরোহিতের পরেই ছিল *সেনানী* বা প্রধান সেনাপতির স্থান। তাঁর কাজ ছিল যুদ্ধকালে রাজাকে সাহায্য করা। শান্তির সময় তাঁকে অসামরিক কাজকর্ম করতে হত। *গ্রামণী* ছিলেন গ্রামের শাসনকর্তা। *ব্রজপতি*

রাজকর্মচারীগণ

১. "If the Samiti assumed an obstructive attitude, the life of the king became miserable."

গোচারণভূমি দেখাশোনা করতেন। *গুপ্তচর*-রা রাজাকে রাজ্যের নানা বিষয়ে অবহিত করতেন। দূত কূটনৈতিক কাজে রাজাকে সাহায্য করত।

সামরিক সংগঠন

সেনাবাহিনীর তিনটি অঙ্গ ছিল—পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথারোহী বাহিনী। এই যুগে কোনও স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে একটি গোষ্ঠীর সব পুরুষই যুদ্ধযাত্রা করত। মেয়েরাও যুদ্ধে অংশ নিত। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তির-ধনুক, বল্লম, তলোয়ার, কুঠার, ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। যুদ্ধাস্ত্রগুলি ছিল লৌহনির্মিত। অশ্বের প্রচলন ছিল। সামরিক বাহিনীর অঙ্গ হিসেবে হাতির কোনও উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদে *'পুরচরিষ্ণু'* বা চলমান দুর্গের উল্লেখ আছে এবং এখান থেকে তির ও রথমুশল ছোঁড়া হত। সামরিক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অসামরিক কাজও করতে হত।

কর

ঋক-বৈদিক যুগে কোনও নিয়মিত করব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। রাজার আয়ের উৎস ছিল *'বলি'*। 'বলি' কোনও কর নয়—দান, প্রণামি বা উপহার। প্রথমে বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে রাজাকে 'বলি' পাঠানো হত। এতে বাধ্যবাধকতা ছিল না—সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় পাঠানো হত। পরে এই দান নিয়মিত ও আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়।

বিচার

পুরোহিত ও অন্যান্য কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে রাজা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অপরাধীকে ধরে আনার জন্য পুলিশ ছিল—তাদের *'উগ্র'* বলা হত। পারস্পরিক বিবাদে যিনি মধ্যস্থতা করতেন তাকে বলা হত *'মধ্যমাসি'*। গ্রামে বিচারকের কাজ করতেন *'গ্রাম্যবাদিন'*। রক্তপাতজনিত অপরাধের শাস্তি ছিল *'শতদায়'* বা একশোটি গরু।